আমাদের সময়

তারিখ ... 20 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড

এনামুল কবীর টুকু, নড়াইল ●

১৩০ বছরের পুরনো নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ১৫৯ বছরের ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলের মূল্যবান ৪ একর ৬২.৩১ শতক জমি ব্যক্তির নামে হাল জরিপে সেটেলমেন্টে রেকর্ড করা হয়েছে। অবৈধ রেকর্ড হওয়া ভিক্টোরিয়া কলেজের ৩ একর ৪.৩১ শতক জমির মধ্যে কলেজের পুকুর, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও খেলার মাঠ রয়েছে এবং স্কুলের এক একর ৫৮ শতক জমি স্কুলের লাগোয়া নড়াইল-ঢাকা সড়কের পাশে অবস্থিত। নড়াইল সেটেলমেন্ট অফিসের মূল রেকর্ড বই থেকে জমির দাগ মুছে ফেলে জালিয়াতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ রেকর্ডের বিরুদ্ধে ৩১ ধারায় আপিল করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নড়াইলের তৎকালীন জমিদার শহরের কুড়িগ্রাম এলাকায় একই জায়গার ওপর রানী ভিক্টোরিয়ার নামে ১৮৫৭ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট উচ্চবিদ্যালয় ও ১৮৮৬ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলের পরিচালনা পরিষদ সভাপতি তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে এক মধ্যস্থতায় কলেজ ও স্কুলকে সম্পদ বণ্টনের সিদ্ধান্ত হয়। পরে সেটেলমেন্ট অফিসে এক আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের ২৯ জুলাই নড়াইলের তৎকালীন জেলা প্রশাসক নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কলেজিয়েট উচ্চবিদ্যালয়কে দখল সূত্রে স্কেস ম্যাপ করে জমিদারদের দান করে যাওয়া সম্পত্তির ২৫ একরের বেশি জমি বণ্টন করে দখলীয় স্বত্বের স্বীকৃতি (পর্চা) প্রদান করেন।

জালিয়াতির অভিযোগ

জমিদারদের দানকৃত সম্পত্তি হাল রেকর্ডে (আরএস) নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল ৬৯ নম্বর মৌজায় ডিপি ২৩ নম্বর খতিয়ানে পাঁচটি দাগে ৪ একর ৮৬ শতক জমি রেকর্ড করে পর্চা সংরক্ষণ করে। এখানে বিদ্যালয়ের মূল ভবন, ক্যাম্পাস, বনায়ন, পুকুর ও সুলতানমঞ্চের দক্ষিণ অংশ অবস্থিত। এ সম্পত্তি থেকে এক একর ৫৮ শতক জমি জালিয়াতি করে সেটেলমেন্ট অফিসের মূল রেকর্ড থেকে মুছে ১৬১ খতিয়ানে কামাল উদ্দাহারের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) নামে রেকর্ড দেখানো হয়েছে। কামাল উদ্দাহার নড়াইল পৌর এলাকার কুড়িগ্রামের জালাল উদ্দাহারের ছেলে। এ ছাড়া নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের ৩ একর ৪ শতক জমিও মাঠ জরিপে কামাল উদ্দাহারের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ জমিতে কলেজ ক্যাম্পাস, শিক্ষকদের আবাসিক ও পুকুর রয়েছে। পরে স্কুল ও কলেজের ৪ একর ৬২ শতক জমি শহরের ভওয়াখালী এলাকার মৃত নুর হোসেন বিশ্বাসের পুত্র ইলিয়াস হেসেন বিশ্বাসের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কথা বলতে কয়েকবার কামাল উদ্দাহারের বাড়িতে গেলেও তাকে পওয়া যায়নি।